প্রেমের টানে ভারত সীমান্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে বিএসএফ-এর হাতে গ্রেফতার

ফিরোজপুর, ৩১ মে : প্রেমিকাকে বিয়ে করতে না পেরে এক পাক নাগরিক আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভারতের দিকে চলে আসে। তাঁর নাকি উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে বিএসএফ-এর গুলিতে নিজের জীবন শেষ করে দেওয়া। পরিবর্তে বিএসএফ-এর হাতে গ্রেফতার হয়ে এখন সে জেলের ওপারে। বিএসএফ-এর দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, মহম্মদ আসিফ (৩২) নামে ওই পাক নাগরিক বিএসএফ-এর ১১৮ ব্যাটেলিয়নের হাতে মাবোক বর্ডার পোস্টে গত সোমবার গ্রেফতার হয়। তাকে জেরা করে বিএসএফ অফিসাররা প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। এরপর আসিফকে তুলে দেওয়া হয় মামদোত পুলিশের হাতে। পুলিশও ফের তাকে জেরা করে। এই জেরার সময়ই আসিফ নাকি পুলিশ অফিসারদের জানায়, সে ইচ্ছে করেই আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভারতীয় অঞ্চলে চলে আসে। তাঁর ইচ্ছে ছিল, কোনও ভারতীয় জওয়ানের বুলেট তাঁর হার্ট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিক। ভারতের মাটিতেই তাঁকে কবর দেওয়া হোক। এমনকি প্রথমে সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ারও পরিকল্পনা করেছিল। পরে অবশ্য পরিকল্পনাটি বদল করে। পবিত্র রমজান মাসে আত্মঘাতী না হয়ে বিএসএফ-এর গুলিতে প্রাণ দেওয়ার পথই বেছে নেয়। আসিফ দাবি করেছে, সে ও তার প্রেমিকা বিয়ের জন্য সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু প্রেমিকার পরিবার সেই সম্পর্ক মানেনি। তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আরএসএসের সভায় যাওয়া থেকে প্রণবকে বিরত করতে

কংগ্রেস নেতাদের তোড়জোড় শুরু

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নাগপুরে তাদের সদর দফতরে নতুন সংঘকর্মীদের সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আগামী ৭ জুন সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্মতিও দিয়েছেন মুখার্জি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এই তৃতীয় বরষ ভার্গ বা থার্ড ইয়ার কোর্সের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন। কিন্তু আরএসএসের অনুষ্ঠানে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের যোগ দেওয়া নিয়ে দলের অন্দরে শুরু হয়েছে প্রবল কোলাহল। একদিকে নরেন্দ্র মোদীর পরিচালিত বিজেপির হাত থেকে কংগ্রেসকে বাঁচাতে দেশজুড়ে জোট গড়ার প্রয়াস চলছে, অন্যদিকে এই একই সময়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে নিয়েও দল হিসেবে কংগ্রেস কিছুটা বিপন্ন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন। গান্ধি পরিবারের প্রতি তাঁর আনুগত্যও ছিল দেখার মতো। তবে ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে কোনও কোনও কংগ্রেস নেতার মন্তব্যে বেশ কিছুদিন কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন তিনি। এরপর ফের কংগ্রেসে ফিরে তাঁর আনুগত্যের তরীটি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। রাজীব গান্ধির মৃত্যুর পর সোনিয়াও তাঁর ওপর বড় ভরসা করেছেন। কংগ্রেস তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করেনি ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদের জন্য সোনিয়া গান্ধি তাঁর নাম মনোনীত করেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পুত্র-কন্যারাও এখন কংগ্রেসের সদস্য।

কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রণব মুখোপাধ্যায় কীভাবে আরএসএসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন তা নিয়ে বিস্মিত কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। একের পর এক কংগ্রেস নেতার তরফে আরএসএসের অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার জন্য প্রণববাবুকে অনুরোধ করা হচ্ছে। এর আগেও বেশকিছু নেতা তাঁকে অনুরোধ করেছেন। এবার প্রণববাবুর এককালের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম আসরে নেমেছেন। চিদম্বরম অবশ্য অন্য নেতাদের মতো তাঁকে অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করেননি। তিনি যা বলেছেন, তাও কিছু কম নয়। চিদম্বরমের মতে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির উচিত, আরএসএসের নীতিতে কী কী ভুল আছে, সেগুলি তাঁদের অনুষ্ঠানে গিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিছুটা ব্যঙ্গের ঢঙেই বলেছেন, তিনি যখন আমন্ত্রণ গ্রহণ করেই ফেলেছেন তখন এ নিয়ে আর জলঘোলা করে লাভ নেই। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করেছেনই তখন তাঁদের অনুষ্ঠানে গিয়ে তখন বুঝিয়ে দিন, আরএসএসের আদর্শে কী কী ভুল রয়েছে। প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আরএসএস সভাপতি মোহন ভাগবতের সুসম্পর্ক রয়েছে। ভাগবতকে ডেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজও সেরেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। কংগ্রেস নেতাদের ধারণা, মোহন ভাগবতের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতার কারণে সম্ভবত তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আরএসএসের অনুষ্ঠানে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের গোড়ার দিকে প্রণব মুখার্জি ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও শীর্ষ সংঘ নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি।

সংঘ নেতাদের সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠতা কংগ্রেস নেতারা খুব একটা ভাল চোখে না দেখলেও এতদিন এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। কারণ মন্তব্য করার অধিকারও তাঁদের ছিল না। এছাড়া লোকসভায় কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৪০-এ নেমে আসায় গান্ধি পরিবার সহ অন্য নেতারাও যথেষ্ট বিব্রত ছিলেন। তবে এবার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে। বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনে ভাল ফলাফল করছে কংগ্রেস। জোট রাজনীতি বিজেপিকে কার্যত একঘরে করে ফেলছে। এই পরিসরে বিজেপি ঘনিষ্ঠ সংঘ পরিবারের আমন্ত্রণ গ্রহণ কংগ্রেস নেতারা ভালভাবে দেখছেন না।

কংগ্রেস নেতা রমেশ চেন্নিথালাও বুধবার প্রণববাবুকে চিঠি দিয়ে আরএসএসের অনুষ্ঠানে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। চিঠিতে চেন্নিথালা দাবি করেছেন,প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্ত দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মনে প্রবল আঘাত দেবে। কেরল বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা চেন্নিথালার অভিযোগ, আরএসএস ধর্মের পথে দেশকে দু'টুকরো করার চেষ্টা করছে। রিমোর্ট কন্ট্রোলে তারা সরকার চালাতে চায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এক সময়ের অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে প্রণব মুখার্জির দায়িত্ব রয়েছে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটিকে রক্ষা করা। তিনি একসময় দেশের প্রথম নাগরিক ছিলেন। প্রণববাবু ধর্মনিরপেক্ষতারও বড় মুখ। তাঁর উচিত, ৭ জুন আরএসএসের বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করা। আর এক কংগ্রেস নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরিও প্রণববাবুর সিদ্ধান্তে বিস্মিত। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, আরএসএস সম্পর্কে মুখার্জি আগে যেসব মন্তব্য করেছেন, সেগুলি কী তবে ভুল? রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেও কংগ্রেস এখনও তাঁকে নিজের লোক বলে মনে করে। তিনিও আরএসএসকে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে সমালোচনা করেছেন। তবে এখন কেন তিনি তাদের সভায় যাচ্ছেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন অধীরবাবু।

কংগ্রেস নেতা ভি হনুমান্থা রাও-ও আরএসএসের ইভেন্টে প্রধান অতিথি হওয়ায় সিদ্ধান্ত প্রণববাবুর প্রত্যাহার করা উচিত বলে মনে করেন। এআইসিসি-র সম্পাদক এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য রাওয়ের দাবি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি প্রণববাবুকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিও তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদা দেন। তাঁরাও মনে করেন আরএসএস নিছক হিন্দুত্বের প্রতীক। তারা মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ নয়। আরএসএস চায় ভারত শুধু হিন্দুদেরই দেশ হোক। তবে কেন তাদের সভায় যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ভারতের হিন্দু, মুসলিম,শিখ, খ্রিস্টান সব মানুষই থাকবেন। কাজেই প্রণববাবুর উচিত, তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা। আরএসএসের অনুষ্ঠানে যাওয়া তাঁর উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেছেন রাও। তবে শীর্ষ কংগ্রেস নেতারা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আরএসএসের সভার আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় প্রণববাবুর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে নানা মন্তব্য করলেও তিনি নিজে এখন একটি কথাও বলেননি। তাঁর নীরবতাও উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

সিমলায় জল সংকট তীব্র, হোটেলে জল সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের

সিমলা, ২৪ মে : জল বাঁচাতে হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্ট সিমলায় আপাতত নির্মাণকাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া সপ্তাহভর সেখানে গাড়ি ধোয়ার জন্য জলখরচ করা চলবে না বলেও নির্দেশে বলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা জল সংকট মেটাতে পর্যটকদের সেখানে না আসার জন্য যে অনুরোধ করেছেন, তাকেও গুরুত্ব দিয়েছে হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, গ্রীষ্মের মরশুমে ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ পর্যটক আসেন সিমলায়। অন্যদিকে সিমলা পুরসভার জনসংখ্যা ১.৭২ লক্ষ। ফলে পর্যটকরা এলে জলসংকট যে তীব্র হবে, সেকথা মনে রেখেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ৭৮ বছরের ভৈরব দত্ত লিখেছেন, সরকারের উচিত পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সিমলায় আসতে নিষেধ করা। কারণ পর্যটকরা এলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জল সংকট আরও বাড়বে।

এছাড়া প্রায় প্রতিদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা অনুরোধ করছেন অন্য কোনও গন্তব্যে যেতে। উল্লেখ্য, গরমের সময় শুধু সিমলা শহরেই ৪৫ মিলিয়ন লিটার জলের প্রয়োজন হয়। এবার সেই জল পাচ্ছে না সিমলা। এমনকি ভিভিআইপিদের বাড়িতে ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ বন্ধের নির্দেশও দিয়েছে আদালত। একমাত্র রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্য সব ভিআইপি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জল সরবরাহ আপাতত বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে স্থানীয় হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলি। সোশ্যাল মিডিয়ায় হোটেলগুলিকে যেভাবে সতর্ক করা হচ্ছে, তাতে উভয় সংকটে পড়েছে তারা। একদিকে হোটেলে আসা পর্যটকরা প্রতি মুহূর্তেই জলের জন্য অভিযোগ জানাচ্ছে, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হোটেলগুলি তাই তাদের আগাম বুকিং বাতিল করে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

এদিকে সিমলা জেলা প্রশাসন ১- ৫ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিমলা গ্রীষ্ম উৎসব আপাতত স্থগিত রাখছে। স্থানীয় মানুষ যেভাবে জল সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন, তাতে মানবিক কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের মুখপাত্র। আদালত জেলা প্রশাসনকে সেনাবাহিনীকে শহরের জলসংকট মোচনে গলফ কোর্সে যে জল ব্যবহার করা হয়, তার কিছুটা স্থানীয় বাসিন্দাদের দিতে অনুরোধ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। প্রশাসনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রতি বছরই এই জল সংকট হয় কিন্তু গত ৬ বছর ধরে শতদ্রু নদীতে কোলড্যাম ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে জলসংকট আরও বেড়েছে।

মোদী ম্যাজিকে আর কাজ হচ্ছে না, দাবি বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : মোদী ম্যাজিকে যে আর কাজ হচ্ছে না, বিজেপি নেতারা সেকথা স্বীকার করুন আর নাই করুন, বিরোধীরা এখনই দাবিটি তুলে দিয়েছেন। কারণ বৃহস্পতিবার চারটি লোকসভা ও ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফলের প্রবণতাই প্রমাণ করছে মোদীর বিরুদ্ধে বিরোধীরা একজোট হলে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির লোকসভায় ফেরা অসম্ভব হতে পারে। কারণ একা কুম্ভ তো গড় রক্ষা করতে পারছেই না, তাঁর সঙ্গীসাথীরাও প্রায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। কংগ্রেস জয় পেয়েছে মেঘালয়ে আমপাতি বিধানসভা কেন্দ্রে। ৩০০০ ভোটে জিতেছেন কংগ্রেস প্রার্থী।

আমপাতি আসনটি পাওয়ার ফলে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বেড়ে হল ২১। ৬০ সদস্যবিশিষ্ট মেঘালয় বিধানসভায় কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে উঠল। কর্নাটকে বিজেপি যে দাবি করে ইয়েদুরাপ্পাকে সরকার গড়ার জন্য ডাকতে রাজ্যপালকে বাধ্য করেছিল, সেই দাবি মেনে নিলে এখন কংগ্রেসকেই মেঘালয়ে সরকার গড়তে ডাকা উচিত। কারণ শাসক মেঘালয় গণতান্ত্রিক জোটের মাত্র ২০ জন বিধায়ক। তাঁকে সমর্থন করছে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক পার্টির ৭ বিধায়ক, ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের ৪ বিধায়ক এবং বিজেপি এবং পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ১ জন করে প্রার্থী। গত ২৮ মে এই উপনির্বাচনটি হয় মুকুল সাংমা আসনটি ছেড়ে দেওয়ায়। তিনি দু'টি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসকে রাজ্যপাল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সরকার গড়তে ডাকবেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি।

উত্তর প্রদেশেও উপনির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির নইম হাসান বিজেপির অবনী সিংকে পরাস্ত করেছেন। নুরপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি ছিল বিজেপির লোকেন্দ্র সিং চৌহানের । তিনি দু-দুবার ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পরে আসনটি শূন্য হয়েছিল। প্রয়াত লোকেন্দ্র চৌহানের স্ত্রী অবনী সিংকে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করে। অন্যদিকে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী করেছিল নইম উল হাসানকে।

গোরক্ষপুর ও ফুলপুর লোকসভা নির্বাচনে পরাস্ত হওয়ার পর নুরপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও পরাস্ত হল বিজেপি। কৈরানা লোকসভাতে বিজেপি প্রার্থী মৃগাঙ্ক সিং আরএলডি নেতার কাছে পরাস্ত হয়েছেন। অথচ এই দুই কেন্দ্রের জন্যই অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যয় করেছিল যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শেষ হাসি হাসল বিরোধিরাই।

তবে মহারাষ্ট্রের পালঘরে লোকসভার উপনির্বাচনে শিবসেনা প্রার্থী (একদা জোটসঙ্গী) প্রার্থীকে পরাস্ত করেছেন বিজেপি প্রার্থী। কিন্তু খুব সামান্য ভোটে জয় এসেছে বিজেপি প্রার্থীর। মহারাষ্ট্রের পালঘর এবং ভান্ডারা-গন্ডিয়া, দু'টি কেন্দ্রই রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিজেপি, শিবসেনা, কংগ্রেস এবং এনসিপির দু'টি আসন থেকে উত্থানের সম্ভাবনা ছিল। বিজেপি ও শিবসেনা দু'জনের পক্ষেই এই দু'টি কেন্দ্রে সেভাবে সাফল্য আসেনি।

জোকিহাট উপনির্বাচনে জিতে নীতীশ চাচাকে আক্রমণ তেজস্বীর

পাটনা, ৩১ মে : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল এর আগেও উপনির্বাচনে জিতেছে। তবে বৃহস্পতিবার বিহারের জোকিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক জনতা দল (সংযুক্ত) প্রার্থীকে ৪১ হাজার ভোটে হারিয়ে আরজেডি বড়মাপের সাফল্য পেল। ২৪ রাউন্ড গণনার পরই আরজেডি প্রার্থী তার জয় নিশ্চিত করেন। জনতা দলের (সংযুক্ত) প্রাক্তন বিধায়ক সরফরাজ আলম এই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আরজেডিতে যোগ দেওয়ায় আসনটি শূন্য হয়। সোমবার এই আসনে উপনির্বাচন হয়। জনতা দল (সংযুক্ত) প্রার্থীকে সমর্থন করে বিজেপি। অন্যদিকে আরজেডি প্রার্থীকে সমর্থন জানায় কংগ্রেস এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মাঝির হিন্দুস্তানি অওম মোর্চা (ধর্মনিরপেক্ষ)। জোকিহাট মূলত মুসলিম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং শাহনাজ আলমের বাবা মহম্মদ তসলিমউদ্দিন এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হতেন। তিনি পরে আরা লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। লালুপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ তিনি জেলে থাকায় সময়ে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার বিহারে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। আর দু'টি উপনির্বাচনেই সাফল্য পেল আরজেডি। লালুর অনুপস্থিতিতে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ও বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব দলের হাল ধরেন। দু'মাস আগে আর একটি উপনির্বাচনে আরজেডি জনতা দল (সংযুক্ত) প্রার্থীকে জেহানাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে এবং আরা লোকসভা কেন্দ্রে পরাজিত করে। এদিন ফলাফল প্রকাশের পরই স্বভাবতই খুশি তেজস্বী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নীতীশ চাচাকে তীব্র আক্রমণ করে বলেছেন, জোর করে জোট ভেঙে দিয়ে মন্ত্রিসভা গড়লেই সাফল্য পাওয়া যায় না। ২ মাসের ব্যবধানে দু-দুটি উপনির্বাচনের ফল সেকথাই প্রমাণ করল। এই সাফল্যের কথা মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শর্তাধীন জামিনে মুক্ত চিকিৎসাধীন লালুপ্রসাদকেও জানানো হয়েছে।

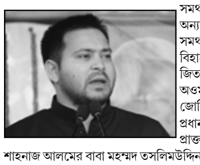

কেরলের উপনির্বাচনে সহজ জয় সিপিএমের

চেঙ্গানুর, ৩১ মে : চেঙ্গানুর বিধানসভা উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী সাজি চেরিয়ান তৃতীয় রাউন্ডের গণনার শেষে ৪০০০ ভোটে এগিয়ে যান। পরে তিনি জয়লাভ করেছেন বলে জানা যায়। সিপিআইএম প্রার্থী সাজি চেরিয়ান দাবি করেন, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী কে কে রামচন্দ্র নায়ার জয়লাভ করেছিলেন। নায়ারের মৃত্যুতেই এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়। তবে নায়ার জিতেছিলেন মাত্র ২০০০ ভোটে। কিন্তু এবার সিপিএম প্রার্থী অনেক বেশি ভোটে জিতেছেন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী ডি বিজয়কুমার। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপির পি এস শ্রীধরন পিল্লাই অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনের পরই তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, বামেরা ভোট কেনাবেচা করেছে। ফলে জয় এসেছে তাদের।

বিজেপি বিরোধী যে জোট তৈরি হচ্ছে তাতে শরিক হয়েছে সিপিআইএমও। পশ্চিমবঙ্গে দলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হলেও কেরলে কিন্তু তারা এগিয়ে চলেছেন। প্রায় তিন বছর ক্ষমতায় থাকার পরও উপনির্বাচনে জয় পেয়েছেন সিপিএম প্রার্থী সাজি চেরিয়ান। চেরিয়ান নিজেই এই জয়কে অত্যন্ত ইতিবাচক বর্ণনা করে বলেছেন, কংগ্রেস পরিচালিত ইউডিএফের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ১৪টি বুথে গণনায় প্রথম রাউন্ড থেকে তিনি এগিয়েছিলেন। স্বভাবতই সহজ জয় এসেছে দলের। এই জয় বিজেপির বিরুদ্ধে জোটকে আরও এগিয়ে দেবে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

ব্লাড ক্যানসার সত্ত্বেও সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৬শতাংশ স্কোর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : পরীক্ষার দিনগুলিতেও প্রিয়েশ তয়ালকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে কেমোথেরাপির জন্য। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই সে পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। এক হাতে ধরা থাকত ড্রিপ, অন্য হাতে বই। অসাধারণ মনোবল প্রিয়েশের। এই অবস্থাতে পরীক্ষা দিয়েই সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় প্রিয়েশ ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থে অ্যাপোলো হাসপাতালের অঙ্কোলজিস্টরাও এই ঘটনায় বিস্মিত। কারণ প্রিয়েশের মতো এরকম ছাত্রের দেখা তাঁরা এর আগে পাননি। হাসপাতালের বিশিষ্ট অঙ্কোলজিস্ট মানস কাল্লা এই বিস্ময় থেকেই বলেছেন, আড়াই বছর ধরে প্রিয়েশ লিউকোমিয়ার রোগী। তাঁর অধীনেই চিকিৎসা চলছে ১৬ বছরের ছাত্রটির। এখন অবশ্য প্রিয়েশ বাড়িতেই থাকে। কিন্তু কেমোথেরাপির জন্য তাকে মাঝেমাঝেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। হাসপাতালে কেমোথেরাপি নেওয়ার পর অন্যান্য ওষুধপত্র নিয়েই বাড়ি ফেরে সে। ডঃ কাল্লা স্বীকার করেছেন, প্রিয়েশের চিকিৎসা যথেষ্ট কঠিন। কেমোথেরাপি নেওয়ার সময় অনেক সময়ই তার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। ব্যথা হয় পাগুলিতে। ঘুম হয় না রাতে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার মনোবলের এতটুকু ঘাটতি নেই। বরং পরিবারের লোকেরাই পরীক্ষার আগে কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। সেকথা স্বীকারও করেছেন প্রিয়েশের মা। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর শ্রবণশক্তিও কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু লেখাপড়ায় কখনও সে অমনোযোগী ছিল না। হারায়নি উৎসাহ। বরং রীতিমতো সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। ছেলের ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে শোনার পর সে কী করে পরীক্ষায় বসবে ভেবে মা যখন দিশেহারা তখন প্রিয়েশই তাকে সাহস জুগিয়েছে। ২০১৭'র ডিসেম্বর থেকে তার প্রবল জ্বর আসতে থাকে। গায়ে নীল ছোপ পড়ে। সে সময়ই অঙ্কোলজিস্টরা নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন। কার্যত ওই সময় থেকেই তার ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু হয়। তার মনোবল দেখে বিস্মিত চিকিৎসকরা। প্রিয়েশের মনোবল দেখে আশার আলো জেগেছে মায়ের মনেও। সিবিএসই'র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৬ শতাংশ নম্বর পাওয়া প্রিয়েশ চায় আইআইটিতে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে। তবে সবকিছুর উপরে সে চায় একজন আদর্শ মানুষ হতে। তাই ক্যান্সারকে পরাস্ত করে সারা দেশের মানুষের কাছে একটি বার্তা ছড়িয়ে দিতে। সেই বার্তাটি হল মানুষের মনোবলের বড় ভূমিকা রয়েছে তাকে সুস্থ করে তুলতে।

NOTICE INVITING TENDERS

The **Executive Engineer, Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I** on behalf of *Pradhan, Gram Panchayat, Wimberlygunj* invites separate sealed item rate tenders (in CPWD form-8) from bonafide and experienced contractors of appropriate class of APWD, MES, ALHW & P&T for the below mentioned work.

1. NIT NO. EE/PRI/SAD-I/RR/17-18/760 **Name of Work: -** Improvement of Black top road from Rukiya house to Forest workshop at Ward No. 08 under Gram Panchayat Wimberlygunj. (Re-Tender) **Estimated Cost Rs: -** 6, 02,604/- **Earnest Money Rs: -** 12,052/-**Time of Completion: -** Three (03) Months

The tender forms and other details can be obtained from the Office of the **Executive Engineer** Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I on Payment of Rs. 500/-.The last date of receipt of application to purchase tender form will be **11/06/2018** up to 4.00 PM. Other details/information can be seen on website www.and.nic.in.

unique No: - 51940
Tender No: - 0033-2018-4302

Executive Engineer,
Panchayati Raj Institution,
South Andaman Division-I
Junglighat, Port Blair
South Andaman

2346/18

E- TENDER NOTICE

The Director of Agriculture, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair on behalf of President of India invites e-tender notice from reputed workshop/firms for welding , plating, painting, upholstery and wiring work of vehicle of TATA Star Bus (AN01 E 0015) with term and conditions. The Tender document can be downloaded from the website
http://eproc.andaman.gov.in.

Name of Work	:	welding , plating, painting, upholstery and wiring work of vehicle of TATA Star Bus (AN 01 E 0015)
Earnest Money Deposit (EMD)	:	₹ 5,000/-in the form of CDR/FDR infavour of Accounts Officer (Agri), Port Blair.
Last date & time for receipt of tender document	:	29/06//18 up to 1500 hrs.
Date & time for opening of tender	:	29/06//18 up to 1530 hrs.

-sd-
Assistant Director (Agri.Engg)FM
F.No.13-8/AD (AE)/FM/SB/MB/17-18/103

2337/18